খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 10 ❑ 23 May, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

অবাধ ভোট বনগাঁয়

প্রতিনিধি ঃ সোমবার সকাল থেকে ভোট গ্রহণ পর্ব মোটের উপর শান্তিতে চললেও দুপুরের পর থেকে বেশকিছু অশান্তির ঘটনা ঘটলো বনগাঁ লোকসভা এলাকায়। সোমবার বিকেলে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বাগদা বিধানসভার মালিদা বাজার এলাকায়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন জখম হয়। তাদের মধ্যে বিজেপির ৪ জনকে এবং তৃণমূলের ৩ জনকে বাগদা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জখমদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্য। তার নাম সনাতন দাস।

এদিন বিকেলে শামসুর মন্ডল নামে এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ট্রাই সাইকেলে করে এসে মালিদা হাই স্কুলে ভোট দেন। শামসুর তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। তৃণমূলের অভিযোগ, শামসুর কেন তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে এই প্রশ্ন তুলে বিজেপির লোকজন তাকে মারধর করে। তৃণমূলের কর্মীরা তার প্রতিবাদ করলে মারপিট বেধে যায়। জখমদের বাগদা হাসপাতালে দেখতে আসেন বাগদার তৃণমূল নেতা পরিতোষ সাহা এবং বিজেপির বনগাঁ জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল। হাসপাতাল চত্বরে দুপক্ষের মধ্যে গোলমাল বেধে যায়। দেবদাস বাবুর অভিযোগ, পুলিশ এবং পরিতোষ বাবুর উপস্থিতিতে তার উপরে হামলার চেষ্টা করা হয় হাসপাতাল চত্বরে। গোলমাল ঠেকাতে গিয়ে জখম হয়েছেন এক পুলিশ কর্মী। এদিন তৃণমূলের লোকেরা মানুষকে ভোট দানে বাধা দিচ্ছিলেন। বিজেপি কর্মীরা প্রতিবাদ করলে তৃণমূলের লোকেরা হামলা করে। চতুর্থ পাতায়...

ঢাকুরিয়া সৌদামিনী পাঠশালায় ছবিটি তুলেছেন নীরেশ ভৌমিক

আবৈধভাবে তপশিলী শংসাপত্র পাওয়া আটকাতে উদ্যোগী গাইঘাটার ব্লক প্রশাসন

সংবাদদাতা ঃ এক সময় যারা অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের (ও বি সি) অর্ন্তভূক্ত হবার জন্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, পরে তাদের অনেকেই তপশিলী জাতির শংসাপত্র সংগ্রহ করে সরকারি নানা সুযোগ সুবিধা গ্রহন করছেন। অভিযোগ, চাঁদপাড়ার সাহাদের অনেকেই সেই সুযোগ গ্রহন করে তপশিলী জাতির অর্ন্তভূক্ত হয়ে ভালো স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। চাকুরি পেয়েছেন। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চাঁদপাড়া বাজারের বহু ব্যবসায়ী সাহা পদবীর। তারা প্রায় সকলেই বৈশ্য সাহা সম্প্রদায়ের বলেই এলেকার খবর। অথচ এরা নিজেদেরকে সুড়ী সাহা পরিচয় দিয়ে তপশিলী জাতির শংসাপত্র বের করে সরকারি নানা সুযোগ সুবিধা নিয়ে বহাল তবিয়তেই আছেন।

গাইঘাটার বিডিও দফ্তরের এক কর্মী বলেন, সব সাহা সম্প্রদায়ের মানুষজন তপশিলী জাতি ভূক্ত নন, শুধুমাত্র সুড়ী সম্প্রদায়ের মানুষজন তপশিলী সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত এবং সরকারি নিয়ম অনুসারে শুধু মাত্র তারাই তপশিলী জাতির শংসাপত্র পেতে পারেন। কিন্তু অনেকেই নিজেদেরকে সুড়ী সাহা পরিচয় দিয়ে অবৈধভাবে তপশিলী জাতিগত শংসাপত্র সংগ্রহ করেছেন।

সম্প্রতি গাইঘাটা ব্লকের এস সি, এস টি, ও বি সি দফ্তরে সাহা সম্প্রদায়ের একজন প্রাথমিক শিক্ষক তার কন্যার জন্য এস সি সার্টিফিকেট এর আবেদন করেন,

মতুয়াদের ধর্মগ্রন্থ কদর্য ভাষায় আক্রমণ— থানায় অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় মতুয়াদের ধর্মগ্রন্থকে নিকৃষ্ট বলে কদর্য ভাষায় আক্রমণের অভিযোগে শরদিন্দু বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করল মতুয়া মহাসঙ্গের পক্ষ থেকে। আক্রমণকারীকে কঠোর শাস্তি র দাবি মতুয়া মহাসঙ্ঘের। বুধবার সকালে মতুয়া ভক্তরা অভিযোগ জানিয়ে নিশান হাতে নিয়ে প্রতিবাদে নামেন বনগাঁ শহরের রাস্তায়।

তৃতীয় পাতায়...

মাদকাসক্ত যুবকের হাতে খুন বৃদ্ধ, আহত গৃহবধূ

প্রতিনিধি ঃ মাঠে চাষের কাজ ছেড়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বৃদ্ধ। সে সময় প্রতিবেশী মাদক আসক্ত যুবক এসে বৃদ্ধর মাথার পেছনে শাবল দিয়ে সজোরে বাড়ি মারলে তার মৃত্যু হয়। ঠেকাতে গিয়ে আহত হয় আরেক প্রতিবেশী গৃহবধূ। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার ঝিকরা এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বৃদ্ধর নাম ভরত চন্দ্র সরকার (৫৯)। অভিযুক্ত যুবকের নাম উত্তম ঢালী। আহত গৃহবধুর নাম বিশাখা সরকার।

তৃতীয় পাতায়...

ইভিএম বিকল সমস্যায় ভোটারগণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ বনগাঁ বিধানসভা ক্ষেত্রের ডুমা অঞ্চলের ৯৬/১৯২ ছোট সেহানা দক্ষিন পাড়া এফ পি স্কুল কেন্দ্রে ২০ মে সকালে যথাসময়েই মকপোল করার মধ্য দিয়েই ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু করেন বুথের দায়িত্ব প্রাপ্ত ভোট কর্মীগণ। যথা নিয়মেই ভোট দান পর্ব চলছিল। বেলা ৯ টায় ১১০ জন ভোটারের ভোট দেওয়া হয়ে যায়। এর পরই বুথের ভোট দানের (ইডিএম) যন্ত্রটি খারাপ হয়ে পড়ে। সমস্যায় পড়েন ভোট কর্মী সহ সাধারন ভোটারগণ।খবর পেয়েই ছুটে আসেন কর্তব্যরত সেক্টর অফিসার তনুব্রত দে ও সহকারি অফিসার অমর মজুমদার খবর দেওয়া হয় গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকারকে। খবর পেয়েই তৎক্ষনাৎ তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়ে দেন। ইঞ্জিনিয়ার এসে ইভিএমটি মেরামত করে দেন। কিন্তু পুনরায় ভোট শুরু হতে না হতেই ফের খারাপ হয়ে যায় সেই ভোটদানের যন্ত্রটি। ফের ইঞ্জিনিয়ার অনেক চেষ্টা করে ভোট যন্ত্রটি সচল করে তোলার পর বেলা ১২ টা নাগাদ ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়। দীর্ঘ অপেক্ষারত ভোটারগণ হাফ ছেড়ে বাঁচেন। সহকারি সেক্টর অফিসার অমর মজুমদার জানান, এই বুথে হাজারের উপর ভোটার ছিল। রাত ৭ টার পর ভোটদান পর্ব শেষ হয় বলে শ্রী মজুমদার আরোও জানান। এদিন বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র থেকে আরোও ইভি এম খারাপ হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
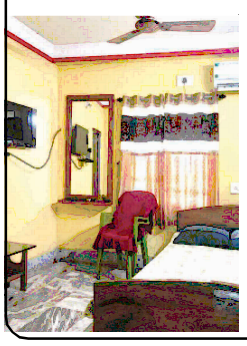
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ১০ ❐ ২৩ মে, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

মত্তি মরণ সানাইদারের

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, সে অন্নপ্রাশন হোক বা বিয়ে বাড়ি, দুর্গাপুজো বা কালীপুজো, হোক বা রাজনৈতিক র‍্যালি— সব জায়গাতেই ব্যাণ্ড-এর বাজনা যেন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার কথা হল— এই ব্যাণ্ড-এর বাজনায় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সানাই-ও একটি। এই সানাই বাদক 'সানাইদার' নামেই পরিচিত। এই সানাইদারকেই দেখাতে হয় 'দমের খেলা'। তাইতো প্রবাদটি বহুল প্রচলিত। এখন কথা হচ্ছে, সাধারণ জনগণ 'চাল-কলা প্রত্যাশী' পুরোহিতের মতো। কোথাও একটা লাভের আশা দেখলেই হুতোশে খেয়ে- না খেয়ে ছুটতে থাকে। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে খুব কম লোকেই। ভোট আসে, ভোট যায়। দিন বদলের সাথে সাথে শাসকের মঞ্চের রং-ও বদলায়। কিন্তু ফল ভোগ করতে হয় সাধারণ জনগণকে। কথা হচ্ছে সম্প্রতি হাই কোর্টের রায়ে বাতিল হওয়া ওবিসি কার্ড নিয়ে। ওবিসি সংরক্ষণ আগেই ছিল। ২০১০ সালে বামফ্রন্ট সরকার নতুন করে ওবিসি-এ ক্যাটেগরিতে নতুন সংরক্ষণের জন্য একটি রিপোর্ট তৈরী করে। কিন্তু আইন প্রনয় হওয়ার পূর্বেই তাদের বিদায় ঘন্টা বেজে যায়। তারপর নতুন সরকার অর্থাৎ তৃণমূল ফাইনাল রিপোর্ট না করে আইন প্রণয়ন করে সংরক্ষণ করে। ব্যস! হয়ে গেল! ২০১২ সাল থেকে এযাবৎ কাল পর্যন্ত হওয়া সমস্ত কার্ড বাতিল হয়ে গেল। সে ওবিসি-বি হোক, বা ওবিসি-এ! সবই বাতিল। এবার এই কার্ড করার প্রক্রিয়া নিয়ে একটু বলা যাক। প্রথমে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ। গেল কিছু টাকা (ক্যাফের প্রাপ্য ফিস্)। সংশ্লিষ্ট দফতরে হার্ডকপি জমা দেওয়া। যদি একবারে হয়ে গেল তো ভাল, না হলে অফিসে হানা দিতে দিতে পায়ের চপ্পল ছিঁড়ে গেলেও হল না। তারপর ছুটতে হল দুয়ারে সরকারে। সেখানে হল তো ভাল! না হলে আবার অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ। আবার হার্ডকপি জমা। হয়ত এবার ভাগ্য খুলল! তাহলে এই সংরক্ষণের সার্টিফিকেট হাতে পাওয়া পর্যন্ত কত যে সময় নষ্ট হল, আর সাথে টাকা! তার কোন হিসাব নেই! সংরক্ষণ কাদের দেওয়া হয়েছিল? সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে শিক্ষা-দীক্ষা-প্রতিষ্ঠায় একটু এগিয়ে দেওয়ার জন্য। আখেরে কী হল! দম ফাটল সানাইদারের; ভুক্তভোগী মানুষদের। সময়ে, অর্থে আর একটু পিছিয়ে গেল। এদের কথা একবারও ভাবা হলো না। বিচারক ন্যায় দণ্ডের দিকে তাকিয়ে ন্যায় বিচার করে গেলেন! ফল ভোগ করল খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। তারাই সমাজের সানাইদার।

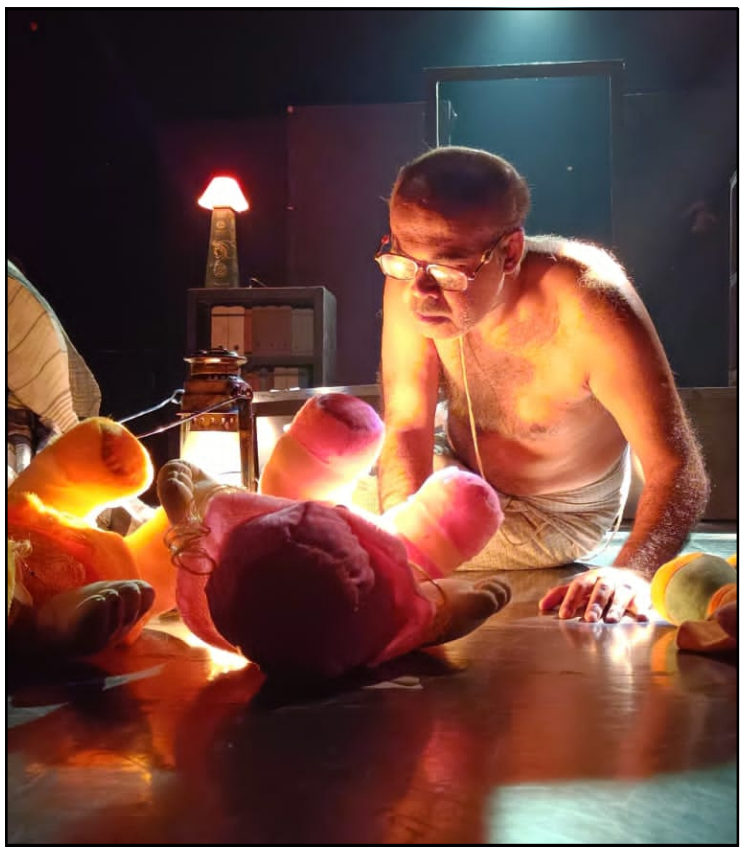

অশোকনগর প্রতিবিম্বের সাম্প্রতিক নাট্য "সোনালি ম্যাম"। নাটক ও নির্দেশনায় পার্থসারথি রাহা। নির্দেশক হিসেবে পার্থর দরজার ফ্রেম, ল্যাম্পশেড এবং সফট টয়সের ব্যবহার এ নাটকে অন্য মাত্রা এনেছে। এই নাটকে আলোছায়ার নক্সাদার পৃথ্বীশ রাণা। আলো আর ছায়া দিয়ে অবচেতনের আলোছায়াকে পৃথ্বীশ অপূর্ব বুনেছেন দৃশ্যে, দৃশ্যান্তরে। বিশেষ করে আলোয় নীল ও সবুজ রঙের ব্যবহারে মনের লুকোনো বিষ আর বিষাদকে তিনি তুলে ধরেছেন চূড়ান্ত শৈল্পিক দক্ষতায়। এ নাট্যে সংগীত বুনেছেন রাতুল চন্দ রায়। বেহালার লাইভ ব্যবহার, কখনো রাগ আর কখনো চেনা গানের অনুরাগে রাতুল পরাণে যে গান বাজে তার তালই বেঁধেছেন নাটকের " চরণ মঞ্জীরে"। ছবি ও তথ্য ঃ নীরেশ ভৌমিক

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৭০৭৬২৭১৯৫২

ডারউইনবাদ বর্তমানে পাঠ্যসূচির বাইরে

অজয় মজুমদার

পর্ব-৮

ডারউইন তত্ত্বের থেকে আরও সঠিক তত্ত্ব যে মিলেছে তা কিন্তু নয়। তবে অভিব্যক্তি গবেষণায় কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল— যেমন জার্মান জীব বিজ্ঞানী আর্ণস্ট হেনরিক ফিলিপ হেকেল (১৮৩৪-১৯১৯) ডারউইন তত্ত্বের সমর্থক। বিবর্তনের একটি অন্য রকম ধারণার কথা জানিয়েছিলেন। যাকে সংক্ষেপে বলা হয়, "অন্টোজেনি রিক্যাপিচুলেট ফাইলোভোনি " অর্থাৎ ব্যক্তিজনি জাতিজনিকে অনুসরণ করে। বা ভ্রুন থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রানীতে রূপান্তারিত হওয়ার সময়ে একটি প্রাণী পর্যায়ক্রমে তার বিবর্তনের সব ধাপ পেরিয়ে আসে। অর্থাৎ মানুষের ভ্রুণ পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পথে জলচর অমেরুদন্ডী, মাছ, উভচর, সরীসৃপ ইত্যাদি রূপের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়। সেই সময় ফটোগ্রাফারের ততোটা প্রচার ও উন্নতি ছিল না। হেকেল দাবি করেছিলেন, তিনি বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন বয়সে ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ করে তার ছবি এঁকেছেন। আর সেই থেকেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। তত্ত্বটা বেশ জনপ্রিয়তা পেলেও পরে জানা যায় পুরোটাই হেকেলের কল্পনা।

ফটোগ্রাফকে হাতে নাতে প্রমাণ বলে দাবি করা হচ্ছে। যে ছবিতে স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তির প্রকাশ বলে দাবি করা হচ্ছে, সে ছবি যদি পোজ দিয়ে তোলানো হয়ে থাকে, তাহলে গবেষণার কারচুপির অভিযোগ উঠবেই। সেই অভিযোগ উঠেছিল চার্লস ডারউইনের নামে।

(১৮০৯ থেকে ১৮৮২) যৌন নির্বাচনের মাধ্যমেও মানুষের দেহে নানান অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে :

কখনও কখনও আমাদের গৃহপালিত জন্তুদের গঠন আকৃতিতে দারুণ উল্লেখযোগ্য ও আকস্মিক সৃষ্টি করে থাকে ও বন্য জনসমষ্টি ও বিশাল সংখ্যক চতুষ্পদ প্রাণীদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালের মানুষ এমনকি তাদের বনমানুষ সাদৃশ্য পূর্ব পুরুষেরাও, সমাজবদ্ধ ভাবেই বসবাস করত ও এই সমাজবদ্ধ প্রাণীদের কারো কারো ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন কখনো কখনো সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক বৈশিষ্ট্য গুলিকে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে কার্যকারি হত। সমাজে বহু গুণ বিশিষ্ট মানুষেরা কম গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর সর্বদাই আধিপত্য করে থাকে। অবশ্য এই ধরনের সমাজভুক্ত কোন একজন সদস্য ওই সমাজের অন্যদের তুলনায় কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়নি। সমাজবদ্ধ কীটপতঙ্গরা এইভাবে বহু উল্লেখযোগ্য গঠন আকৃতি অর্জন করেছে। যেমন— শ্রমিক মৌমাছিদের ফুলের পরাগ সংগ্রহ অঙ্গ বা হুল অথবা সৈনিক পিঁপড়েদের শক্ত চোয়াল ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি এককভাবে এইসব কীটপতঙ্গের কোন কাজেই লাগে না অথবা খুবই সামান্য কাজে লাগে।

আরজিলের ডিউক জোর দিয়ে বলেছেন, মানুষের শারীরিক কাঠামো পশুদের থেকে অন্যরকম। শারীরিকভাবে মানুষ অনেক অসহায় ও দুর্বল। শুধু প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই এইসব পার্থক্য রচিত হয়নি। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের আদিবাসীদের পক্ষে দেহের লোমশূন্যতা এমন এমন কিছু ক্ষতিকারক নয়। কারণ আমরা জানি যে, নগ্নদেহি ফুজিয়ানরা কঠিন জলবায়ুতেও দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। মানুষের এই প্রতিরোধহীন অবস্থার সঙ্গে বানরদের অবস্থার তুলনা করার সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র পুরুষ বানরদের মধ্যেই বৃহদাকার ক্যানাইন দাঁতের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। এবং মুখ্যত যৌন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যই ব্যবহৃত হয়। তথাপি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল— স্ত্রী বানরদের মধ্যে এই দাঁত অনুপস্থিত থাকলেও তারা কিন্তু দিব্যি বেঁচে আছে।

অধ্যাপক হেকেল তাঁর "জেনারেল মরফোলজি" এবং অন্যান্য গবেষণামূলক গ্রন্থে, যাকে তিনি ফাইলোজেনি বা সমস্ত জীবের বংশ রেখা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিরাট জ্ঞান ও সমর্থ্যকে উজার করে দিয়েছেন। কতিপয় শ্রেণীকে চিহ্নিত করার জন্য তিনি ভ্রূন সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য গুলিকে প্রধানত বিশ্বাস করেছেন, কিন্তু সমসংস্থ ও ভঙ্গুর অঙ্গ গুলোর এবং পর্যায়ক্রমিক যুগগুলোর যখন জীবনের বিভিন্ন আকার আমাদের ভূতাত্ত্বিক গঠন স্তরে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। তিনি এভাবে দুঃসাহসিক ভাবে প্রথমে কাজ শুরু করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, কেমন করে ভবিষ্যতে শ্রেণীবিভাগ করতে হবে।

প্রকৃতিবিদেরা বলে থাকেন যে, করোটি বা Skull রূপান্তরিত হয় কশেরুকা থেকে। কাঁকড়াদের চোয়াল রূপান্তরিত হয়েছে পা থেকে। ফুলের

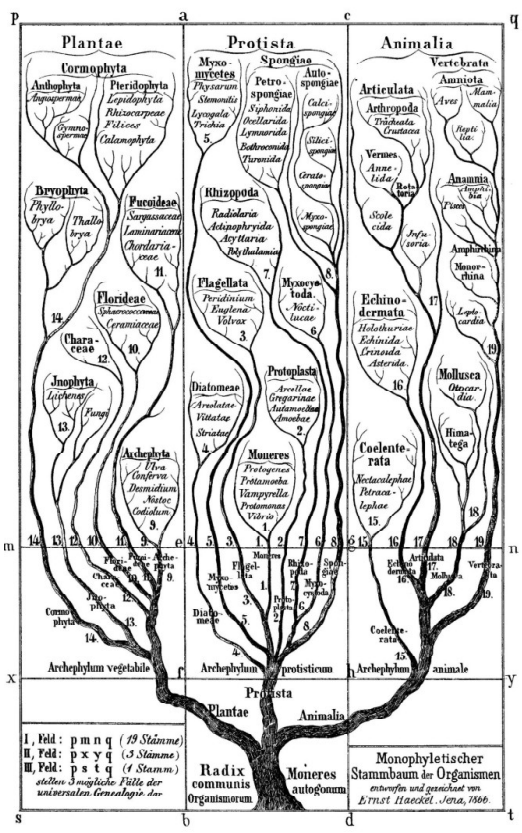

পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর রূপান্তরিত হয়েছে পাতা থেকে। কিন্তু অধ্যাপক হাক্সলের বক্তব্য অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি বলা আরো সহজ হবে যে, করোটি বা Skull এবং কশেরুকা বা ভার্জিব্রাল কলাম, চোয়াল এবং পা ইত্যাদি বর্তমানে যেমন আছে সেগুলি থেকে অন্যটিতে নয় এবং কোন সাধারণ এবং সরলতম উপাদান থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। অধিকাংশ প্রকৃতিবিদ অলংকারিক অর্থেই এই রূপ ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁরা বলেন যে কোন প্রকারের আদিম অঙ্গগুলো একটি ক্ষেত্রে কশেরুকা এবং অন্য ক্ষেত্রে পা, করোটি অথবা চোয়ালে প্রকৃতই রূপান্তরিত হয়েছে। তথাপি এদের আকৃতিগত রূপ এত স্পষ্ট যে, প্রকৃতিবিদরা সরল তাৎপর্যমূলক বলে থাকেন অনেক সময়। দেহ গঠনের বিষয়ে জীবন-পরিবেশের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, সেখানে একই শ্রেণীর ব্যাপকভাবে ভিন্ন প্রানীদের ভ্রূণগুলো পরস্পরের সাদৃশ্য হয়।

চলবে...

এই কলমটি গত সংখ্যায় ছিল সপ্তম পর্ব। আমাদের ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

বিজেপি কর্মীকে মারধর, থানায় অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ লোকসভায় ভোট পর্ব মিটেতেই ভোট পরবর্তী অশান্তির ছবি একাধিক জায়গায়। এবার এক বিজেপি বৃদ্ধ কর্মীকে মারধরের অভিযোগ করল তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহরানির ১১১ নম্বর বুথে। আহত বিজেপি কর্মীর নাম গৌর রায়। বুধবার সকালে তিনি বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

গৌর বাবু জানিয়েছেন, স্থানীয় এক চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেনি তিনি। অভিযোগ, সে সময় তৃণমূলের মেম্বার শ্যামল মন্ডল সহ একাধিক তৃণমূল কর্মীর সাথে বচসা শুরু হয়। তারপরই তাকে বেধড়ক মারধর করে। বিজেপির ক্যাম্পে বসার আক্রোশে তাকে মারধর করল।

অভিযোগ স্বীকার করে তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস বলেন, তুমি মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে কটূক্তি গালিগালাজ করেছিল, সে কারণে সাধারণ তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে ঝামেলা অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। এখানে তৃণমূলের মেম্বাররা কেউ ছিলনা ।

বিসিএস অফিসার হতে চান গাইঘাটার আগমনী

নীরেশ ভৌমিক ঃ পঞ্চম শ্রেনি থেকেই প্রথম স্থান অধিকার এবং মাধ্যমিকে ৯৩ শতাংশ মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ। আর এবারে উচ্চমাধ্যমিকে ৪৭৮ নম্বর পেয়ে পাশ করে গাইঘাটার ঢাকুরিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বরাবরের কৃতি আগমনী শীল। চাঁদপাড়া ষ্টেশন পার্শ্বস্থ ঢাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা গৌতম বাবু ও মাতা শেফালী দেবীর দুই কন্যার মধ্যে আগমনী কনিষ্ঠা অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান আগমনী। পিতা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি মাতা শেফালী দেবী পাড়ার বাচ্চাদের পড়িয়ে সামান্য কিছু আয় করে মেয়েদের লেখা পড়ার জন্য ব্যয় করেছেন। তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণের পাশাপাশি আগমনীর গৃহশিক্ষকগণ সকলেই আগমনীর লেখা পড়ার জন্য ভীষণ ভাবে সহযোগিতা করেছেন। এ জন্য আগমনীর সকল শিক্ষক শিক্ষিগণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শেফালী দেবী।

রিভিউতে কিছু মার্কস বাড়ার পর আগমনী এখন রাজ্যের মধ্যে সম্ভাব্য ১৯৩ তম স্থানের অধিকারিনী। এক প্রশ্নের উত্তরে আগমনী জানান, তার পড়াশোনায় কোন বাধাধরা নিয়ম ছিল না, যখনই সময় পেয়েছেন তখনই পড়াশুনোয় মনযোগ দিয়েছেন, কোন কোন দিন ১৯-২০ ঘন্টা পর্যন্তও পড়েন। ইংরেজি বিষয়ের উপর এবং ইংরেজি গল্প ও উপন্যাস পড়ার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। বর্তমানে গোবরডাঙা হিন্দু মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে অধ্যায়ন করার পাশাপাশি চাকুরির পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুতি শুরু করবেন তিনি। ভবিষ্যতে ডব্লিউ বিসি এস পরীক্ষায় বসে এবং উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসনিক পদে চাকুরি করে সংসারের হাল ঘোরানোর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন আগমনী। মা বাবা আত্মীয় পরিজন সহ সকল শুভ্যানুধ্যায়ীগণ সকলেই আগমনীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

স্বরবিতান এর কবি প্রণাম অনুষ্ঠান

সংবাদ দাতা ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও গত ২৫ বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে চাঁদপাড়ার

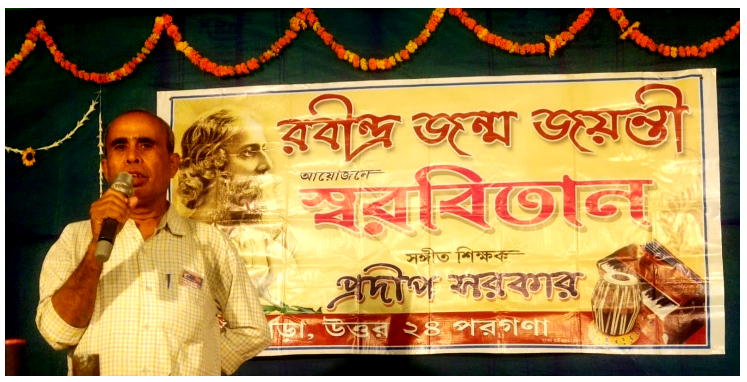

অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্বরবিতান এর শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ, এদিন অপরাহ্নে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে কবিগুরুর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান, মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন ও স্বরবিতান এর সংগীত শিল্পীগণের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া 'আগুনের এই পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' সংগীতের মধ্য দিয়ে স্বরবিতান আয়োজিত বিশ্বকবির ১৬৪ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগীতানুরাগী ব্রজেন বিশ্বাস, সমীরণ সানা, শিক্ষক পিন্টু সমাদ্দার, সাংবাদিক তপন মণ্ডল প্রমুখ। স্বরবিতান এর অধ্যক্ষ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্রদীপ সরকার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

কবির জীবন, কর্ম ও আদর্শের উপর আলোকপাত করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক, প্রাক্তণ জেলা পরিষদ সদস্য ও শিক্ষক সুভাষ রায়। শিক্ষকদ্বয় বক্তব্য ছাড়াও কবির লেখা কবিতা আবৃত্তি করে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ কবির রচিত সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নানা অনুষ্ঠানে ও রবীন্দ্রপ্রেমী বহু সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে স্বরবিতান আয়োজিত এদিনের কবি প্রণামের অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগী সমীরণ সানা।

অন্যদিকে এদিন চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়, উদয়নপল্লী শিশু শিক্ষালয়, অভিষেক বাণী নিকেতন এবং চাঁদপাড়ার একুশে উদ্‌যাপন কমিটিও মর্যাদা সহকারে এদিন কবিগুরুর ১৬৪ তম জন্মদিন পালন করে।

মহিলাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর এক প্রতিবেশী যুবকের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল গৃহবধূর। অভিযোগ, সেই সম্পর্ক রাখতে না চাওয়ায় গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে ওই গৃহবধূকে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল সেই প্রেমিকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদার কুলানন্দপুর দক্ষিণপাড়ায়। শনিবার সকালে গৃহবধূর বালিশ চাপা মৃতদেহ দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

ধর্মগ্রন্থ কদর্য ভাষায়

প্রথমপাতার পর...

সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক মনোজ টিকাদার বলেন, চলতিমাসের ১৪ই মে শরদিন্দু বিশ্বাস নামে জনৈক এক ব্যক্তি তার ফেসবুক এবং ইউটিউব পেজে মতুয়াদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রী শ্রী হরি লীলামৃত গ্রন্থকে বিকৃত এবং নিকৃষ্ট গ্রন্থ বলে গোটা মতুয়া সমাজকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এরই প্রতিবাদে বুধবার গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বনগাঁ থানার সাইবার ক্রাইম শাখায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে। প্রশাসনিক ও আইনগত উপায়ে সঠিক বিচার না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।

অবাধ ভোট বনগাঁয়

প্রথমপাতার পর...

অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতা পরিতোষ সাহা বলেন, একজন প্রতিবন্ধী মানুষকেও ওরা ছাড়লো না। এর জবাব মানুষ ভোটে দিয়ে দিয়েছে। এরপরে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিন সকাল থেকেই উৎসবের পরিবেশে ভোট গ্রহণ পর্ব চলেছে। কয়েকটি বুথে ইভিএম খারাপ থাকায় ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু করতে দেরি হয়েছে। এরপর সকাল ১১ টা নাগাদ বনগাঁ মহকুমা জুড়ে ঝাঁপিয়ে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ চলে যায়। সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাগদা ব্লক। বাগদা হাই স্কুল হেলেঞ্চা গার্লস হাই স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ চলে যাওয়ায়। মোমবাতি ও মোবাইল এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ পর্ব চলে। কোথাও কোথাও আবার সাময়িক ভাবে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দিতে হয়। ঘন্টা দু-য়েকের মধ্যে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এদিন সকালে গাইঘাটা মতুয়া ঠাকুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের ঠাকুরনগর আর পি বিদ্যালয়ে ভোট দেন বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর ও তার স্ত্রী সোমা ঠাকুর। তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসও বাড়িতে থাকা কালী মন্দিরে নমস্কার করে গোপালনগরে একটি বুথে গিয়ে ভোট দেন। এরপরে তিনি এলাকার পরিস্থিতি দেখতে বেরিয়ে পড়েন। অভিযোগ, স্থানীয় গিরিবালা গার্লস হাই স্কুলে তিনি গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রাথমিক অবস্থায় তাঁকে ঢুকতে বাধা দেয়। পরবর্তীতে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বনগাঁর গাড়াপোতা গার্লস হাই স্কুলের সামনে এক পুলিশ কর্মী মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করছিল— এই অভিযোগ তুলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করা হয়। বনগাঁ শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিশ্বজিৎ বাবুকে লক্ষ্য করে জয় শ্রীরাম ধ্বনি তোলে বিজেপি কর্মীরা। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন আমার মধ্যে ওরা রামকে দেখতে পাচ্ছেন । সে কারণেই ওরা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়েছে।

বনগাঁ রাখালদাস হাই স্কুলে তারাপদ কর্মকার নামে ৯৫ বছরের এক বৃদ্ধ ভোট দিতে যান। হাতে কালিও পরানো হয়। ভোট দিতে যাবেন এমন সময় তাকে ভোটদান থেকে বিরত করা হয়। প্রিসাইডিং অফিসার তাকে বলেন, ভোটার লিস্টে ওনার নাম না থাকায় ওনাকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। তারাপদ বাবু বলেন, যদি আমার ভোটার লিস্টের নাম নাই থাকে তাহলে আমার হাতে কালি কেন দিলেন। গত পঞ্চায়েত ভোটে ভোট দিয়েছিলাম। কিভাবে এবার নাম কাটা গেল বুঝতে পারছিনা।

বিজেপির অভিযোগ, গোপালনগর এর সাইলিপাড়া এলাকায় তাদের যে ক্যাম্প করা হয়েছে— তৃণমূলের পক্ষ থেকে, এক কর্মিকে মারধর করা হয়েছে। যদিও বিশ্বজিৎ বাবুর দাবি, ঘটনাটি বিজেপির গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব।

এদিন সকালে স্বরূপনগরে বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে তৃণমূলের দাবি, বিজেপির গোষ্ঠী আন্দোলনের ফল।

এদিন সকাল থেকে নদীয়ার কল্যাণী বিধানসভা এবং হরিণঘাটা বিধানসভায় কয়েকটি ভোট কেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটে। বিজেপির অভিযোগ, তাদের কর্মী সমর্থকদের মারধর করা হয়েছে। আক্রান্তদের সাথে দেখা করার জন্য এইমস হাসপাতালে যান শান্তনু ঠাকুর। তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

গয়েশপুরের ২৪৫ নম্বর বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ তুলে তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে শান্ত করে তাদের। এদিন সন্ধ্যায় বনগাঁ শহরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে মিছিল বার করা হয়। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়ার জন্য বনগাঁর মানুষকে ধন্যবাদ জানানো হয়। এ বিষয়ে দেবদাস বাবু বলেন, অসুস্থ অবস্থায় ওরা মিছিল করেছে কারণ তৃণমূল হারছে বনগাঁয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এবারের ভোটে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে ৮১.০৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। দু একটি ছোটখাটো অশান্তি ছাড়া ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে।

শংসাপত্র পাওয়া আটকাতে উদ্যোগী

প্রথমপাতার পর...

কিন্তু তিনি যে সুড়ী সাহা সম্প্রদায়ভূক্ত, সে বিষয়ে কোন প্রমাণপত্র দেখতে পারেন নি। ফলে দফ্‌তরের আধিকারিক সেই আবেদনপত্র বাতিল করে দেন। এমতাবস্থায় ওই শিক্ষকের নিজের জাতিগত শংসা পত্র ও এস সি কোটায় পাওয়া চাকুরির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তিনি নিজে এস সি সম্প্রদায়ের মানুষ না হয়ে তপশিলী জাতির জন্য নির্দিষ্ট কোটার চাকরী করছেন। সেই চাকুরি বাতিলেরও দাবি ওঠে। গাইঘাটা ব্লক প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধারন মানুষজন সাধুবাদ জানান।

Digital Signature
Authorised by Emudra * 9232633899

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর
থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

B.B. SERVICE
BATTERY SOLUTIONS & REJUVENATION
Tetultala, Station Road, Rail Bazar, Bongaon, N 24 Pgs.
বনগাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাটারি রি-জেনারেশন সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে টোটো ব্যাটারি, ইনভার্টার ব্যাটারি, সোলার ব্যাটারি, কমার্শিয়াল ব্যাটারি, টাওয়ার ব্যাটারি এবং সমস্ত রকমের লিড অ্যাসিড যুক্ত পুরোনো ব্যাটারিকে খুবই স্বল্প মূল্যে ওয়ারেন্টি সহ নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নতুন ব্যাটারি সঠিক মূল্যে পাওয়া যায়।
এই অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করতে চাইলে যোগাযোগ করুন।
Mob. : 9733794879, 7908598264, 9332299000
ব্যাটারি টেস্টিং ফ্রি এবং ব্যাটারি লাইফ প্রসারণে 50% ছাড়

ভোট কেন্দ্রে সাপ, আতঙ্ক

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভোটের আগের দিন রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করছিলেন, কেউ-কেউ শুয়ে পড়েন। এমন সময় ভোট কর্মী থার্ড পোলিং অফিসার সঞ্জীব বিশ্বাসের গায়ে সাপ ওঠে। ঘটনাটি বনগাঁ দক্ষিণ বিধান সভা ক্ষেত্রের গাইঘাটার ডুমা অঞ্চলের ছোট সেয়ানা উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৬/১৯৬ নং ভোট কেন্দ্রের।

ভোট কর্মী সঞ্জীব বিশ্বাসের গায়ে সাপ ওঠায় তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, বলেন বিষাক্ত সাপ উঠেছে। সম্ভবত কামড়েছে। আতঙ্কে তাঁর মাথা ঘোরা ও ঘাম বেরতে শুরু করে। সহ কর্মীরা তাঁকে স্থানীয় চাঁদপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। অবস্থা দেখে এমার্জেন্সিতে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে ভর্তি করে নেন। পরে খবর পেয়ে সেক্টর অফিসার তনুব্রত দে ও অমর মজুমদারও ভোট কেন্দ্রে চলে আসেন। গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকারও বিষয়টির খোঁজ খবর নেন। পরদিন অবশ্য বিকল্প কর্মী নিয়ে ভোট প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন করেন প্রিসাইডিং অফিসার সুশান্ত হালদার। আর আতঙ্কিত ভোট কর্মী একদিন হাসপাতালে কাটিয়ে তারপর ছাড়া পান।

বোমাবাজির অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ গভীর রাতে বিজেপি নেতার বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বরপুর এলাকায়। বনগাঁ ১নম্বর মন্ডলের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাতে পার্টির কাজ সেরে বাড়ি ঢোকার পর আনুমানিক ১০:৩০ নাগাদ বাড়ির পেছনে কে বা কারা বোম ছোড়ে। ঘটনাস্থলে যান বিজেপি বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। তিনি বলেন, তৃণমূল জানে তাদের হার নিশ্চিত, তাই আতঙ্ক তৈরি করার জন্য এই সমস্ত কাজ করছে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই ভয় দেখানোর জন্য এই ঘটনা ঘটিয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতা প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ওরা হারছে নিশ্চিত জেনে এখন এই সমস্ত গল্প তৈরি করে তৃণমূলকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে। ভোট মিটে গেছে। ওদের নিজেদের জোগাড় করা বোমা কাজে লাগাতে পারেনি, নিজেরা সেই বোমা ফাটিয়ে বদনাম করার চেষ্টা করছে আমাদের।

ভোট দিতে গিয়ে হতভম্ব ষাটোর্ধ

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রতিবারের মতো এবারও ২০ মে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিতে যান ১৪ বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের অর্ন্তগত বনগাঁ দক্ষিণ বিধান সভা ক্ষেত্রের চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা তপন দাস, পিতা প্রয়াত কিরন দাস তপন বাবুর এপিক নাম্বার WB/13/086/315461; কিন্তু ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করে ভোট দানের জন্য ভোটকর্মীদের সামনে উপস্থিত হলে ভোটারগণ জানান, আপনার নামের জায়গায় ডিলিটেড লেখা রয়েছে। তা শুনে নিজের সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র হাতে তপন বাবু বলেন, আমি মৃত নই, জীবিত; কোথাও চলেও যাইনি।

ভোট গ্রহন কক্ষে উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্টগণ বলেন, তপন বাবু জেনুইন ভোটার। ভোটার লিস্টে এই ব্যাপারটা কি করে হল ? বি এল ও'র বিষয়টি আগেই সংশোধন করা উচিত ছিল। অবশেষে প্রিসাইডিং অফিসার বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে নির্বাচন দফ্তরের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে তপন বাবুর ভোট দিয়ে তপন বাবু যুদ্ধজয়ের হাসি নিয়ে ১৮১ নং ভোট কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। নির্বাচন দফ্তর ও বি এল ও র এই গাফিলতির জন্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তপন বাবুর সহ ধর্মিনি শীলা দেবী। অন্যদিকে ঢাকুরিয়া ভারতী বিদ্যাপীঠ প্রথামিক বিদ্যালয়ের ১৮২ নং বুথেও এক ব্যক্তি ভোট দিতে গিয়ে ঠিক একই রকমের সমস্যার সম্মুখীন হন বলে জানা গেছে।

১। আমাদের এখানে রয়েছে হালকা ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরি সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাজের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরির বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারি কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা আধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যাবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরনের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড ও গ্রহ রত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয়। এবং ব্যবহার করার পরে ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলের ও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য নিউ পিসি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারি ও ২০০ টাকার মধ্যে রুপার জুয়েলারি যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটর উপর থাকছে এন পি সি অপটিকালের গিফট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনা ও রুপার জুয়েলারি হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানে নিউ পিসি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন সনাম ধন্য জ্যোতিষি ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পিসি জুয়েলার্স Franchise নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেব। যাদের জুয়েলারি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই তারাও যোগাযোগ করুন আমরা সব রকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কি কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তত্ত্বাধি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারি সংক্রান্ত দু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকরির জন্য বায়োডাটা ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি গার্ড সংক্রান্ত চাকরির জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন বন্দুক সহ ও খালি হাতে সময় দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website www.newPCjewellers.com
২১। E-mail : npcjewellers@gmail.com

বনগাঁ বাটার মোড়, যশোর রোড, লোকনাথ মার্কেটের প্রথম এবং দ্বিতীয় তলে কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে।

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নতমানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। ২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে। ৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়। ৪। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যোগাযোগ করুন- ৮৯৬৭০২৮১০৬। ৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেন এর সুব্যবস্থা আছে।

নিউ পি সি জুয়েলার্স — যশোহর রোড, বাটার মোড়, বনগাঁ
নিউ পি সি জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, কুমুদিনী হাইস্কুলের বিপরীতে, লোকনাথ মার্কেটের দোতলায়
নিউ পি সি জুয়েলার্স বিডিটি — মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ

গাইঘাটা শশাডাঙা এফ পি স্কুলে সাড়ম্বরে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী পালন

নীরেশ ভৌমিক ঃ জন্মদিনে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম জন্মজয়ন্তী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে গাইঘাটার শশাডাঙা এফ পি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ। জন্মদিনের সকালে বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা পড়ুয়ারা ফুল মালা নিয়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীরা ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়াদের বেশ কিছু অভিভাবক সহ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরাও। বিদ্যালয়ের সংস্কৃতিপ্রেমী প্রধান শিক্ষক বাবুলাল সরকার সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত মুক্ত মঞ্চে শুরু হয় মনোজ্ঞ সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। কবি বন্দনার অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা পড়ুয়াগণ কবিগুরু রচিত সংগীত আবৃত্তি ও রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর মধ্য দিয়ে কবির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কবি প্রণামের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীগণও নানা অনুষ্ঠান ও কথায় কবিতায় শশাডাঙা এফ পি স্কুল স্কুল আয়োজিত এদিনের কবিগুরুর ১৬৪ তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এখানে ডিজিট্যাল সিগ্নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

খুন বৃদ্ধ, আহত গৃহবধূ

প্রথমপাতার পর...

তিনি পায়ে গুরুতর আঘাত নিয়ে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা যুবককে বেঁধে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে নেশায় আসক্ত অভিযুক্ত উত্তম। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এর আগেও দু-একজনকে মারধর করেছে সে। এদিন সকালে নিজের বাড়ির সামনে শাবল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। সাড়ে দশটা নাগাদ স্থানীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে উত্তমের তর্কাতর্কি চলছিল। সে সময় ভরত চন্দ্র মাঠ থেকে চাষের কাজ করে ফিরে তাদের কথোপকথন শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তম। মাথার পেছনে শাবল দিয়ে সজোরে আঘাত করে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে বৃদ্ধ। প্রতিবেশী বিশাখা দেবী ঠেকাতে গেলে তার পায়েও শাবল দিয়ে কোপ দেয় উত্তম। স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ভরতচন্দ্রকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওই যুবককে বেঁধে মারধর করে পুলিশ হাতে তুলে দেয়।

স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় রমরমিয়ে হেরোইনের ব্যবসা চলে। বহু যুবকই সেই হেরোইন আসক্ত হয়ে পড়ছে। প্রশাসনের কাছে এলাকায় মাদক ব্যবসা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**